নাম ও রোল নম্বরবিহীন খাতা মূল্যায়ন চায় পাবিপ্রবি শিক্ষার্থীরা

পাবিপ্রবি প্রতিনিধি

ছবি : কালের কণ্ঠ

পরীক্ষার ফলাফলে নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নাম ও রোল নম্বরবিহীন খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি চালুর দাবি জানিয়েছেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা। বুধবার (২৩ জুলাই) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিজন কুমার ব্রহ্মর কাছে এই মূল্যায়ন পদ্ধতি চালুর দাবি জানিয়ে আবেদন জমা দেন এক দল শিক্ষার্থী।

শিক্ষার্থীরা জানান, বর্তমানে খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বর লেখা বাধ্যতামূলক থাকায় পরীক্ষকের পক্ষে চেনাজানা শিক্ষার্থীর প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করার সম্ভাবনা থেকে যায়। এতে প্রকৃত মেধার যথাযথ মূল্যায়ন ব্যাহত হয় এবং ন্যায্য ফলাফলের জায়গায় আসে সন্দেহ ও অনাস্থা।

তারা আরো বলেন, ‘পরিচয়বিহীন খাতা মূল্যায়ন চালু হলে এমন অনিয়মের অবসান ঘটবে এবং একাডেমিক পরিবেশ আরো সচ্ছল হবে।’

ুন

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি : নিহতদের স্মরণে জবিতে গায়েবানা জানাজা

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, বিশ্বের বহু স্বনামধন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাম ও রোলবিহীন খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু আছে। এসব প্রতিষ্ঠানেও পরীক্ষার সময় কেবল নির্দিষ্ট কোড ব্যবহার করা হয়, যাতে শিক্ষক পরীক্ষার্থীর পরিচয় জানতে না পারেন। এর ফলে মূল্যায়নে নিরপেক্ষতা ও পেশাদারি বজায় থাকে।

ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইসিই) বিভাগের শিক্ষার্থী গোলাম নসরুল্লাহ বলেন, ‘নাম বা রোল নম্বর খাতায় থাকলে শিক্ষক প্রভাবিত হতে পারেন। পরিচয়বিহীন খাতা মূল্যায়ন চালু হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সমান সুযোগ পাবে, কার পরিচিত কি সেটা কোনো প্রভাব ফেলবে না। এটি শুধু স্বচ্ছতাই নিশ্চিত করবে না, বরং শিক্ষার্থীদের মানসিক আত্মবিশ্বাসও বাড়াবে যে, তারা প্রকৃত মূল্যায়ন পাচ্ছে।’

ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী মজনু আলম বলেন, ‘আমরা চাই এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে পরীক্ষার সময় খাতায় শুধু কোড থাকবে, নাম বা রোল নম্বর নয়।

এতে করে শিক্ষক খাতা দেখে বুঝতে পারবেন না কার খাতা মূল্যায়ন করছেন, ফলে শতভাগ নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের ওপর চাপ কমবে এবং ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগও থাকবে না।'

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিজন কুমার ব্রহ্ম বলেন, 'আজ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে আমার কাছে নাম, রোল নম্বরবিহীন খাতা মূল্যায়নের জন্য একটি আবেদন জমা দেওয়া হয়। আমি সেটা গ্রহণ করেছি। শিক্ষার্থীদের আবেদনের বিষয়টি পরবর্তী একাডেমিক কাউন্সিলে উঠানো হবে।

একাডেমিক কাউন্সিলে পাস হলে এটা রিজেন্ট বোর্ডে যাবে। রিজেন্ট বোর্ড থেকেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে।'